বিয়ের উপহার

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

www.pathagar.com

বিয়ের উপহার

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান (সাবেক এমপি)

পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন
মগবাজার ■ কাঁটাবন ■ বাংলাবাজার

www.pathagar.com

বিয়ের উপহার

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান (সাবেক এমপি)

ISBN : 978-984-8808-53-5

প্রকাশক

আল-ইসলাহ প্রকাশনী

মহিশালবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : জুন, ২০১৩

প্রাপ্তিস্থান

- ❖ মক্কা পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।
- ❖ তাসনিয়া বই বিতান, মগবাজার, ঢাকা।
- ❖ মহানগর প্রকাশনী, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
- ❖ প্রফেসরস বুক কর্ণার, মগবাজার, ঢাকা।
- ❖ আযাদ বুকস, চট্টগ্রাম।

প্রচ্ছদ : আহসান কম্পিউটার

কম্পোজ

আহসান কম্পিউটার

কাটাবন, ঢাকা-১০০০

ফোন : ৯৬৭০৬৮৬

মুদ্রণে

র‍্যাকস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স

২২৫/১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

নির্ধারিত মূল্য ঃ বিশ টাকা মাত্র

Bier Upahar (Marriage's Presentation) By Prof. Mujibur Rahman, Published by Al-Islah Prokashoni, MohishalBari, Godagari, Rajshahi, Bangladesh, 1st Publication June, 2013, Fixed Price. 20.00

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ভূমিকা ॥ ৫
বিয়ে করার উপকারিতা ॥ ৭
নারী সম্পর্কে সাবধান ॥ ৮
বিয়ে করার জন্য পাত্রী দেখা ॥ ৯
নারী পুরুষের পর্দা ॥ ১০
বিয়ের জন্য কনের অনুমতি ॥ ১১
বিয়ের জন্য অভিভাবকের অনুমতি ॥ ১২
বিয়ে সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা ॥ ১৩
বিয়ের আগে ও পরে ॥ ১৪
মোহর ফরয ॥ ১৪
ওলীমা বনাম আমাদের সমাজ ॥ ১৫
বিয়ের অনুষ্ঠানে নামাযের ব্যবস্থা ॥ ১৬
মহিলা ও পুরুষের আলাদা খাবার ব্যবস্থা ॥ ১৬
ড্রাইভারদের খাবার ব্যবস্থা ॥ ১৭
ওলীমা সংক্রান্ত হাদিস ॥ ১৭
সমতা ও ন্যায় বিচার ॥ ১৯
বাস্তবতা ॥ ১৯
স্বামী সেবার মধ্যে স্ত্রীর কল্যাণ ॥ ২০
স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য ॥ ২০
উপসংহার ॥ ২২

www.pathagar.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারিম ওয়া বা'দ। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে বংশ বিস্তারের জন্য মানব সমাজে বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন। বিয়ে করতে উৎসাহ দিয়েছেন। বিয়ের পর তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা নবদম্পতিকে সম্পদশালী (ধনী) করে দেয়ার কথাও বলেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেনা ব্যভিচার থেকে বাঁচার জন্য সময় হলে বিয়ে দিতে দেরী করতে নিষেধ করেছেন। বিয়ে দেরীতে করালে সন্তান যদি কোন অপরাধ করে ফেলে তার দায়িত্ব পিতাকে নিতে হবে বলেও সাবধান করে দিয়েছেন।

সবচেয়ে মারাত্মক রোগ হিসেবে দেখা দিয়েছে ডিমান্ড দাবি করা। বর কনেকে বিয়ে করবে নগদ মোহরানা দিয়ে এটাই ইসলাম বলে দিয়েছে। কিন্তু মনে হচ্ছে যে মেয়ে পক্ষকেই লাখ লাখ টাকা, টিভি, ফ্রিজ, গাড়ি, বাড়ি, হুন্ডা, জমি জায়গা ইত্যাদি বরকে দিতে হবে। এ যেন মেয়ে বরকে মোহরানা দেয়ার মতো। সম্পূর্ণ উল্টা তরিকায় সমাজ জীবন অভিশপ্ত সাগরে ভেসে চলছে। এত গেল একটা চিত্র।

অন্য চিত্র হলো বিয়ে ঘটা করে বৌভাত এমনকি বর-ভাতও শুরু হয়ে গেছে। গরীব মানুষ যেন বিয়ের কথা চিন্তা করলে কলিজা শুকিয়ে যাচ্ছে, যাদের ঘরে মেয়ে বড় হয়েছে বিয়ে দিতে পারছে না এসব ইসলাম বিরোধী আনুষ্ঠানিকতা ও সামাজিকতার জন্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুফিয়া (রা.) ওর ওলীমা করেছিলেন ছাতু ও খেজুর দ্বারা। কিন্তু এখন গোশত, পোলাও, কাচ্চি বিরিয়ানী, বোরহানী, দই, মিষ্টি বিভিন্ন প্রকার ড্রিংক ইত্যাদি সমাহার হয়ে থাকে- যা বিয়েকে কষ্টকর দু'সাধ্য ও ব্যয়বহুল করে দিয়েছে। এটা বিয়ের ওলীমা ও তার স্পিরিটের সম্পূর্ণ খেলাফ। খরচের ভয়ে বিয়ে থেকে দূরে ও যেনার কাজে ঠেলে দেয়ার মতো পরিবেশ হয়ে যাচ্ছে।

বিয়ের দাওয়াতে নারী পুরুষের জন্য আলাদা ব্যবস্থা না থাকা, বিয়ের দাওয়াতে গিয়ে নামায আদায়ের সুযোগ না থাকায় নামায নষ্ট করা, গাড়ির ড্রাইভারদের খাবার ব্যবস্থা না করা, গান বাজনার অত্যাচার ইত্যাদি শরিয়ত বিরোধী কাজ থেকে এ সমাজকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত করুন, হেফাযত করুন।

www.pathagar.com

অন্যদিকে বিয়ের দাওয়াত কবুল করলে সাথে উপহার সামগ্রী নিয়ে যাওয়া এবং নিয়ে যেতে না পারলে বিয়েতে শরীক না হওয়া নতুন এক বিড়ম্বনা। ইসলাম এসব প্রতিবন্ধকতায় বিশ্বাস করে না। আমার জানা মতে মাঝারি আয়ের লোকেরা নিজের আত্মীয়-স্বজনের বিয়েতেও এসব কারণে শরীক হতে পারে না। অথবা মনোকষ্ট নিয়ে হাজির হয়। এসব কৃত্রিমতা থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হবে। সাধ্যমতো আল্লাহর হুকুম অনুসারে কাজ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا

"আল্লাহ তা'আলা কারও উপর সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না।" (সূরা বাকারা-২৮৬)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ.

"আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠিন বিষয় চাপিয়ে দেননি।" (সূরা হজ-৭৮)

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী।" (সূরা তাগাবুন-১৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

'যখন আমি তোমাদেরকে কোন কাজের আদেশ দেই, তখন সাধ্য অনুযায়ী তোমরা তা পালন কর। আর যখন কোন কাজ হতে নিষেধ করি, তখন তা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাক'।

Let this married couple be helpers and protectors of one another, let them be a refuge and a comfort to one another.

আমরা দোয়া করি বিবাহিত দম্পতিদের জীবন একে অপরের জন্য সহায়ক, সংরক্ষক হোক, আশ্রয়কেন্দ্র ও আরামদায়ক হোক-আমীন।

কুরআন হাদিসের আলোকে এ লক্ষ্যে কিছু দৃকপাত করার চেষ্টা করা হল। লিখতে গিয়ে ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে, এ ব্যাপারে সংশোধনের কাজে আমাকে সহযোগিতা করলে কৃতজ্ঞতার সাথে বলছি 'জাযাকাল্লাহু খাইরান ফিদ্দারাইন'- আল্লাহ আপনাকে উভয় জগতে পুরস্কৃত করবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর বিধান অনুসরণের মাধ্যমে জীবন যাপন করে জান্নাতে পৌঁছার তৌফিক দান করুন-আমীন ॥

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

www.pathagar.com

বিয়ে করার উপকারিতা

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী আবাদ করার জন্য। মানুষ তার বংশ বৃদ্ধি করবে এবং আল্লাহ নির্ধারিত পন্থায় কাজ করবে। পরীক্ষায় কারা পাশ করবে আর কারা ফেল করবে এর ভিত্তিতেই জান্নাত-জাহান্নাম নির্ধারিত হবে। বিয়ের মাধ্যমেও আল্লাহ তা'আলা আমাদের দুনিয়ার জীবনে পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً.

"হে নবী, তোমার পূর্বে বহু নবী রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে স্ত্রী-পুত্র দান করেছি।" (সূরা রাদ-৩৮)

এখান থেকে বুঝা যায় যে বিয়ে-শাদী করা সুন্নাত। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন-

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا.

"যারা দোয়া করতে থাকে- হে আমাদের রব আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের দ্বারা আমাদের চক্ষুসমূহকে শীতলতা দান কর ও আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বানাও।"

বিয়ে করার উপকারিতাগুলো এখানে উল্লেখ করা হলো–

১. দ্বীনের অর্ধেক পূরণ হয় : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন বান্দা বিয়ে করল তখন সে তার দ্বীনের অর্ধেক পূরণ করল, বাকী অর্ধেক সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করবে।' (বায়হাকী- আয়েশা রা.)

২. লজ্জাস্থানের হেফাযত বিয়ে দ্বারা সম্ভব হয়। তাই বিয়ে করা একটি সুন্নাত।

৩. দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভ : রাসূল (সা.) বলেছেন, 'গোটা দুনিয়াটাই হলো সম্পদ, আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো সতী-সাধ্বী নারী।' (মুসলিম- আব্দুল্লাহ ইবনে আস রা.)

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মুমিন বান্দা তাকওয়া অর্জনের পর নেককার স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম আর কিছু লাভ করতে পারে না। যদি তাকে আদেশ করে সে তা মেনে নেয়। যদি সে তার দিক থেকে সে তাকে খুশি

www.pathagar.com

করে, যদি তাকে লক্ষ্য করে কোন শপথ করে তবে সে তা পূরণ করে, যদি স্বামী তার কাছ থেকে দূরে চলে যায় সে তার নিজের বিষয়ে ও স্বামীর মালের বিষয়ে মঙ্গল কামনা করে।' (বায়হাকী- আবু উমামা রা.)

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিয়ে করে। কেননা তা চক্ষুকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে রক্ষা করে, আর যে সামর্থ্য রাখে না, সে যেন রোযা রাখে। রোযা রাখা তার খোজা হওয়া।' (বুখারী ও মুসলিম, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ.

They (your wives are your garments and you are their garments.

"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের পোশাক, আর তোমরা তাদের পোশাক।" (সূরা বাকারা-১৮৭)

নারী সম্পর্কে সাবধান

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পুরুষের জন্য নারী অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর বিপদের জিনিস আমি আমার পরে আর কিছু রেখে যাচ্ছি না।' (উসামা ইবনে যায়েদ রা.)

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'দুনিয়া হচ্ছে সুস্বাদু ঘাসস্বরূপ। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাতে প্রতিনিধিত্ব করতে পাঠিয়েছেন। তিনি দেখবেন তোমরা কিভাবে কাজ কর। অতএব তোমরা দুনিয়া সম্পর্কে সতর্ক হও এবং সতর্ক হও নারী জাতি সম্পর্কে। কেননা, বনী ইসরাঈলের প্রতি যে প্রথম বিপদ এসেছিল তা নারীদের ভেতর দিয়েই এসেছিল।' (মুসলিম- আবু সাঈদ খুদরী রা.)

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তিনটি জিনিসে অকল্যাণ রয়েছে নারী, বাসস্থান ও ঘোড়ায়।' (বুখারী ও মুসলিম- ইবনে উমার রা.)

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা নারীর কাছে যাবে না।

www.pathagar.com

এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ দেবর সম্পর্কে বলুন, তিনি বললেন, সে তো সাক্ষাৎ যম (মৃত্যু)।' (বুখারী ও মুসলিম- ওকবা রা.)

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কোন মেয়ের প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পড়লে চক্ষু ফিরিয়ে নিবে।' (মুসলিম- জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রা.)

৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নারী শয়তানরূপে আসে, শয়তানরূপে যায়। তোমাদের কারও কাছে যখন কোন নারী ভাল লাগে এবং সে তার অন্তরে প্রবেশ করে। তখন সে যেন আপন স্ত্রীর কাছে যায় এবং তার সাথে সহবাস করে। এটা তার অন্তরে যা আছে তা দূর করবে।' (মুসলিম- জাবের রা.)

৭. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কোন নারী যেন আবার কোন নারীর সাথে বেশী মাখামাখি না করে, অতঃপর আপন স্বামীর কাছে গিয়ে এমনভাবে রূপ বর্ণনা করে যেন তার স্বামী তাকে আপন চোখে দেখছে।' (বুখারী ও মুসলিম- ইবনে মাসউদ রা.)

৮. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নারী হলো আওরাত, ঢেকে রাখার বস্তু। যখন সে বের হয় শয়তান তাকে চোখ তুলে দেখে।' (তিরমিযি- বুরায়দা রা.)

৯. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কেউ তার দাসীকে বিয়ে করিয়ে দিলে তখন সে যেন আর কখনো তার আবরণীয় অঙ্গের দিকে নজর না দেয়।' (আবু দাউদ- আমর রা.)

১০. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কোন পুরুষ যেন কোন বিবাহিতা নারীর সাথে এক জায়গায় রাত্রি যাপন না করে স্বামী বা মাহরাম ব্যক্তি হওয়া ব্যতীত।' (মুসলিম- যাবির রা.)

১১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'এক নারী যেন অপর নারীর আবরণীয় অঙ্গের দিকে না তাকায়, এক নারী যেন অপর নারীর সাথে এক কাপড়ের নিচে না শোয়।'

বিয়ে করার জন্য পাত্রী দেখা

আল্লাহ তা'আলা মানুষের দাম্পত্য জীবন ও তা ঠিকমতো পালনের মাধ্যমে তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে দিয়ে পৃথিবী আবাদ করতে চান। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাস্তব জীবন দিয়ে দুনিয়ার মানুষকে তা শিক্ষা দিয়ে

www.pathagar.com

গেছেন। তার কথা কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে এ শিক্ষা চালু আছে। দাম্পত্য জীবনে যাবার আগে যাকে নিয়ে এ জীবন তৈরি করতে হবে তাকে দেখা তার জায়েয অঙ্গ ভালভাবে দেখে নিতে বলেছেন। এর ফলে দাম্পত্য জীবন সুখের ও টেকসই হয়ে থাকে।

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ কোন নারীর বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তখন যদি তার পক্ষে তার এমন কোন জায়েয অঙ্গ দেখা সম্ভবপর হয় যা তাকে বিয়ের দিকে উৎসাহিত করে, তখন সে যেন তা দেখে।' (আবু দাউদ- যাবির রা.)

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি কি প্রস্তাবিত নারীকে দেখেছ? মুগীরা (রা.) বললেন না। তিনি বললেন, তাকে দেখে নাও এটা পরে তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালবাসা জন্ম দেবে।' (আহমাদ- মুগীরা রা.)

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে (রা.) বললেন, 'আলী হঠাৎ একবার দেখার পর পুনর্বার দেখ না। কেননা, তোমার প্রথমবার অনুমতি রয়েছে, দ্বিতীয়বার অনুমতি নেই।' (আহমাদ- বুরায়দা রা.)

নারী পুরুষের পর্দা

১. হযরত উম্মে সালমা ও মায়মুনা (রা.) একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে থাকা অবস্থায় হঠাৎ অন্ধ সাহাবী ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) এসে পৌঁছল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা পর্দা কর। উম্মে সালামা বলেন, আমি বললাম সে তো অন্ধ, সে তো আমাদের দেখছে না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি অন্ধ? তোমরা তাকে দেখছ না? (আবু দাউদ- উম্মে সালামা রা.)

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা.) কে বললেন, 'হে আলী তোমার রান প্রকাশ করো না, জীবিত মৃত কারো রানের দিকে নজর করো না।' (আবু দাউদ- আলী রা.)

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা কখনো উলঙ্গ হবে না। কেননা তোমাদের সাথে কেরামান কাতেবীন ফেরেশতারা আছে যারা তোমাদের কাছ থেকে পৃথক হয় না। তোমাদের পায়খানা, প্রসাব ও স্ত্রী সহবাসের সময় ব্যতীত। সুতরাং তাদেরকে লজ্জা করবে এবং তাযীম করবে।' (তিরমিযি- ইবনে উমর রা.)

www.pathagar.com

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মুয়ারিয়া তোমার স্ত্রী ও তোমার দাসী ছাড়া অপরের কাছে তোমার আবরণীয় অঙ্গকে রক্ষা করবে। যখন একা থাকবে তখন আল্লাহকেই অধিক লজ্জা করবে।' (তিরমিযি- মুআবিয়া রা.)

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে একা হলেই শয়তান এসে তাদের তৃতীয় ব্যক্তি হয়।' (তিরমিযি- উমর রা.)

৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যাদের স্বামী উপস্থিত নেই, তাদের কাছে যেও না। কেননা, শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের ভেতর রক্তের ন্যায় আচরণ করে। আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনার মধ্যে কি? তিনি বললেন হ্যাঁ। আমার মধ্যেও, তবে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেন তাই আমি তা থেকে রক্ষা পাই।' (তিরমিযি- জাবির রা.)

৭. মিশওয়ার বলেন, আমি একটি পাথর উঠিয়ে নিয়ে চললাম। হঠাৎ আমার পরনের কাপড় খুলে পড়ে গেল এবং আমি তা ধরতে পারলাম না এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখলেন এবং বললেন, 'কাপড় পরে নাও নেংটা চলো না।' (মুসলিম- মিশওয়ার ইবনে আখরামা রা.)

৮. 'আমি কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর লজ্জাস্থানের দিকে নজর করিনি বা তা দেখিনি'। (ইবনে মাজাহ- আয়েশা রা.)

৯. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যদি কোন মুসলমানের স্ত্রী লোকের সৌন্দর্যের প্রতি হঠাৎ প্রথম দৃষ্টি পড়ে যায় অতঃপর সে আপন চক্ষু নীচু করে আল্লাহ তার জন্য এমন এক ইবাদতের সুযোগ সৃষ্টি করেন যাতে সে তার স্বাদ পায়।' (আহমদ- আবু উমামা রা.)

১০. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিকারীর ও ইচ্ছাকৃত দৃষ্টি পতিত হয় যার প্রতি তাদেরকে আল্লাহ লানত করেন (অভিশাপ দেন)।' (বায়হাকী- হাসান বাসরী রা.)

বিয়ের জন্য কনের অনুমতি

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'বালেগা বিবাহিতা নারীকে বিয়ে দেয়া যাবে না যতক্ষণ না তার স্পষ্ট অনুমতি নেয়া হয়, এরূপ বালেগা কুমারীকেও বিয়ে দেয়া যাবে না যতক্ষণ না তার অনুমতি গ্রহণ করা হয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তার অনুমতি কিভাবে বুঝা যাবে?

www.pathagar.com

সে তো কথা বলবে না। তিনি বললেন, চুপ থাকাই তার অনুমতি।' (বুখারী মুসলিম- আবু হুরায়রা রা.)

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'বালেগা কুমারীর ব্যাপারে তার পিতা তার অনুমতি নিবে, তার অনুমতি হলো তার মৌনতা।' (মুসলিম- ইবনে আব্বাস রা.)

৩. 'হযরত খেনসাকে তার পিতা বিয়ে দিলো কিন্তু সে তা পছন্দ করল না বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গিয়ে অভিযোগ করল, তিনি তার বিয়ে ভেঙ্গে দিলেন।' (বুখারী- খেনসা বিনতে খেযামরা)

বিয়ের জন্য অভিভাবকের অনুমতি

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'অভিভাবক ছাড়া বিয়ে হয় না।' (আহমদ- আবু মুসা রা.)

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে নারী তার ওয়ালীর অনুমতি ছাড়া বিয়ে করেছে তার বিয়ে অশুদ্ধ (৩ বার)। কিন্তু যদি স্বামী তার সাথে সহবাস করে তবে সে মোহর পাওনা হবে, স্বামী তার লজ্জাস্থানকে হালাল করেছে সে জন্য। যদি ওয়ালীগণ বিবাদ করে তবে যার ওয়ালী নেই তার ওয়ালী হলো, দেশের শাসক।' (আহমদ- আয়েশা রা.)

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ইয়াতীম বালিকাকে বিয়ে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা উচিত। যদি সে নীরব থাকে তাহলে এ তার অনুমতি হবে। আর যদি সে অস্বীকার করে তবে তার প্রতি অবিচার চলবে না।' (তিরমিযি- আবু হুরায়রা রা.)

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে কৃতদাস তার মালিকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করেছে সে আসলে ব্যভিচারী।' (তিরমিযি- যাবের রা.)

৫. 'এক বালেগা কুমারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে অভিযোগ করল, তার পিতা তার অমতে তাকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার স্বামীর সাথে থাকা না থাকার অধিকার দিয়ে দিলেন।' (আবু দাউদ- ইবনে আব্বাস রা.)

৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কোন নারী কোন নারীকে বিয়ে দিতে পারেন না এবং নিজেকেও বিয়ে দিতে পারে না, ব্যভিচারিণী সেই নারী যে নিজেকে বিয়ে দিয়েছে।' (ইবনে মাজাহ- আবু দাউদ)

www.pathagar.com

৭. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আসল তাওরাত কিতাবে লিখা আছে, যার মেয়ের বয়স ১২ বছর হয়েছে, আর সে তার বিয়ে দেয় নি, ফলে সে কোন অপরাধ করেছে তার গুনাহ তার পিতার হবে।' (বায়হাকী- ওমর রা.)

বিয়ে সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কোন ব্যক্তি যেন তার মুসলমান ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়- যতক্ষণ বিয়ে না করে বা ছেড়ে দিয়ে যায়।' (বুখারী ও মুসলিম- আবু হুরাইরা রা.)

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কোন নারী যেন তার ভগ্নির তালাক না চায়, যাতে সে ভগ্নির পিয়ালা খালি করে আর নিজের পিয়ালা ভর্তি করে। কেননা তার তাই হবে যা তার তাকদীরে রয়েছে।' (বুখারী ও মুসলিম- আবু হুরাইরা রা.)

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'নিশ্চয় শিগারকে নিষেধ করেছেন, আর শিগার হল, এক ব্যক্তি তার কন্যাকে অপর ব্যক্তির কাছে এই শর্তে বিয়ে দেয় যে, অপর ব্যক্তি তার কন্যাকে এর কাছে বিয়ে দিবে। অথচ তাদের মধ্যে এ ছাড়া মোহর নির্ধারিত হবে না।' (বুখারী ও মুসলিম- ইবনে উমর রা.) মুসলিমের বর্ণনায় আছে ইসলামে শিগার নেই।

৪. 'নিশ্চয়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার যুদ্ধের দিন মোতা বিয়ে (সাময়িক বিয়ে) ও গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।' (বুখারী ও মুসলিম- হযরত আলী রা.)

৫. প্রথম দিকে বিয়েতে গান গাওয়ার অনুমতি ছিল। (নাসাঈ- আমির রা.)

৬. দুধের বয়সে দুধ খেলে দুধ ভাই হবে। (বুখারী ও মুসলিম- আয়েশা রা.)

৭. দুধ ভাইকে বিয়ে করা হারাম। (বুখারী- ওকাবা রা.)

৮. দুধ সম্পর্কের কারণে যা হারাম, রক্ত সম্পর্কের কারণে তা হারাম (বুখারী- আয়েশা রা.)

৯. ভাতিজীকে বিয়ে করা যায় না। (মুসলিম- আলী রা.)

১০. দুই আপন বোন একসাথে বিবাহ বন্ধনে থাকা হারাম। (তিরমিযি ও বায়হাকী)

১১. স্ত্রীর কন্যাকে বিয়ে করা হারাম। (তিরমিযি- আমর ইবনে শোআয়েব)

www.pathagar.com

বিয়ের আগে ও পরে

আমাদের সমাজে বিয়ের আগে ও পরে এমন কিছু কাজ করা হয় বা দেখা যায় যা থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হবে। এ সব ধারণা ও কাজগুলো হিন্দু ও অন্যান্য জাতির কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। অথচ এ প্রসঙ্গে হাদিস থেকে জানা যায়- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মান তাসাব্বাহা বি কাউমিন ফাহুয়া মিনহুম- অর্থাৎ যে যে জাতির অনুসরণ করবে সে সে জাতির সাথে কাল কিয়ামতে উঠবে।'

সে দূষণীয় জিনিসগুলো হলো-

১. বিয়ে করার সময় নারী পক্ষের কাছ থেকে ডিমাণ্ড নেয়া।

২. এমন মোহর ধার্য করা যা স্বামী পরিশোধ করতে অক্ষম এবং তা পরিশোধ করতেই হবে- যা ফরয, এটা মনে করে না।

৩. গায়ে হলুদসহ বিয়েপূর্ব বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গায়ের মাহরাম (যাদের সাথে বিয়ে জায়েয এমন) মহিলাদের হাত দ্বারা উঠিয়ে মিষ্টান্ন খাওয়ানো।

৪. বিয়ের মেয়ে দেখতে গিয়ে পর পুরুষ গায়ের মাহরামসহ মেয়ে দেখা।

৫. বিয়ের পরেও পর পুরুষকে ঘটা করেও বউ দেখানো ও তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা ... ইত্যাদি।

মোহর আদায় ফরয

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার উকিয়াব বেশী দিয়ে তাঁর কোন স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন বা তাঁর কোন কন্যাকে বিয়ে দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে তার স্ত্রীর মোহর এক অঞ্জলি ছাতু বা খেজুর দিয়েছে, সে তাকে হালাল করে নিয়েছে। (আবু দাউদ- যাবির রা.)

৩. পরিবারের অন্য মহিলাদের মতো মোহর ধার্য করতে হয়। (তিরমিযি- তাবেয়ী আলকামা)

৪. উম্মে সুলাইমা আবু তালহাকে বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করো, তবে তোমার সাথে বিয়ে হতে পারে। অতঃপর আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করলেন, আর তাদের মোহর হলো, ইসলাম। (নাসাঈ- আনাস রা.)

www.pathagar.com

ওলীমা বনাম আমাদের সমাজ

আমাদের দেশে বউভাত নামে ওলীমা-বিয়ের অনুষ্ঠান করা হয়। সাধারণতঃ সচ্ছল পরিবারে কার্ড ছাপিয়ে হল ভাড়া করে বিরাট অংকের টাকা পয়সা খরচ করে এ অনুষ্ঠান করা হয়। কেউ কেউ গরিব প্রতিবেশী বাদ দিয়ে ধনী লোকদের দাওয়াত দিয়ে থাকেন। বিয়ের উপহার কত টাকার পেল আর কত টাকা খরচ হল তা যোগ-বিয়োগ করে দেখে যে লাভ হলো, না ক্ষতি হলো– এমন অংক কষার খবরও শুনা যায়। আবার বিয়ের উপহার যোগাড় করতে না পেরে অনেকে বিয়ের দাওয়াতে আসতে চায় না। বিশেষ করে মহিলারা এ ব্যাপারে খুবই সিরিয়াস। বিয়ের উপহার যোগাড় না হলে আসতেই চায় না। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন- যখন তোমাদের কেউ কোন দাওয়াতে আমন্ত্রিত হয়, তখন সে যেন তাতে যোগদান করে। ইসলামী শরীয়তে বিয়ের ওলীমা দেয়া যেমন দায়িত্ব তেমনি বিয়ের দাওয়াত কবুল করাও একটি হক বা দায়িত্ব। বিয়ের ওলীমায় যাবার জন্য উপহার দিতেই হবে বা দেয়া উচিত এমন কোন শর্ত বা দেয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেশ আরব দেশেও এ ধরনের অনুষ্ঠানে এ রকম কিছু দেখা যায় না। কেউ কিছু হাদিয়া দিলে গোপনে দিয়ে থাকেন। এ রকম প্রকাশ্যভাবে কিছু দেয়া হয় না। বিয়ের দাওয়াতে কোন উপহার বা গিফ্‌ট দিতে হবে বা নিয়ে যেতে হবে এমন কোন হাদিস পাওয়া যায়নি। কিন্তু হাদিস মোতাবেক বিয়ের বৈশিষ্ট্য হলো–

১. বিয়ের কাজকে সহজ করতে হবে ব্যয়বহুল, জটিল কষ্টসাধ্য করা যাবে না।

২. মোহর পরিশোধযোগ্য ও সহজ করতে হবে, কোন চাপাচাপি করা যাবে না।

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনের বিয়ে এত সহজ করলেন যে কুরআন মাজিদের সূরা ও আয়াত দ্বারা মোহর এর কাজ সমাপ্ত করলেন।

৪. আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজিদে গরিব লোকদের বিয়ে করার উৎসাহ দেয়ার জন্য বলে দিয়েছেন যে তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন ও তাদেরকে ধনী করে দিবেন।

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিজের বিয়েতে মোহরের পরিমাণ ও ওলীমার কাজটি খুবই সহজভাবে করেছিলেন।

www.pathagar.com

বিয়ের অনুষ্ঠানে নামাযের ব্যবস্থা

সাধারণত বিয়ের দাওয়াত দুপুর ১টা অথবা সন্ধ্যা ৭টার সময় নির্ধারণ করা হয়। এ সময় হয় যোহরের নামায, না হয় এশার নামাযের ওয়াক্ত এসে যায়। আর যোহরের জামায়াত হয় ১-৩০ মিনিটে এবং এশার জামায়াত হয় ৮টার দিকে। বিয়ের অনুষ্ঠানে লোকের চাপে যাওয়া মাত্রই খাবার সুযোগ হওয়াটি স্বাভাবিক নয়। এ অবস্থায় সেখানে নামায আদায় করার ব্যবস্থা থাকলে নামাযের হক আদায় হয়ে যায়-মাঝখানে অপেক্ষা করার সময়টাও কেটে যায়।

মহিলা ও পুরুষের আলাদা খাবার ব্যবস্থা

কোন কোন স্থানে মহিলা ও পুরুষ লোকের আলাদা খাবার ব্যবস্থা থাকতে দেয়া যায়, আবার কোথাও এ ব্যবস্থা থাকার চিন্তাও করা হয় না। ফলে মহিলা ও পুরুষ লোকের আলাদা ব্যবস্থা না থাকার কারণে পর্দা লঙ্ঘিত হয় ও বিয়ের আয়োজনকারী ও দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি উভয়ই গোনাহের ভাগী হয়ে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদি, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা নূর-৩১)

হাদিসে কুদসিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- সুমহান আল্লাহ বলেন, '(পর নারীর প্রতি) প্রথমবার দৃষ্টি ফেলা তোমার জন্য বৈধ, কিন্তু দ্বিতীয়বার তাকানোর পরিণাম ফল কি হবে?'

তিনি আরো বলেছেন, 'ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিকারীর ও ইচ্ছাকৃত দৃষ্টি পতিত হয় যে নারীর প্রতি তাদের উভয়কে আল্লাহ লানত করেন (অভিশাপ দেন)।' (বায়হাকী-হাসান বাসরী র.)

www.pathagar.com

আগে থেকেই পরিকল্পনা করে কাজ করলে সুন্দরভাবে ও শৃঙ্খলার সাথে খাদ্য পরিবেশনসহ সকল কাজ করা যায়। একটু সতর্ক হলেই এ জাতীয় গোনাহ থেকে বাঁচা যায়।

ড্রাইভারদের খাবার ব্যবস্থা

বেশীর ভাগ আমন্ত্রিত মেহমান গাড়ি নিয়েই বিয়ের অনুষ্ঠানে হাজির হন। অধিকাংশ বিয়ে রাতের বেলা হয়ে থাকে। অনেকে ড্রাইভারের-গরিব শ্রমিকের কথা মনে রাখেন আবার অনেকে আছেন মনে রাখেন না। যারা মনে রাখেন তারা তার খাবার ব্যবস্থা এক সাথে করে থাকেন। এটাই ইসলামী নিয়ম যে শ্রমিক মালিক একসাথে বসে খাবে।

যদি কোনকারণে খাবার ব্যবস্থা করা না যায় তাহলে তাকে বিয়ের খানা উপযোগী খাবারের জন্য টাকা দিয়ে বলতে হবে তুমি হোটেল থেকে খাবার খেয়ে নিও। এমন যেন না হয় মালিক ভূরি ভোজন করে খেল আর শ্রমিক ড্রাইভার রাতে না খেয়ে রাত্রি যাপন করলো। এ অবস্থায় ঐ হাদিসটি স্মরণ করানোই যথেষ্ট হবে যেখানে বলা হয়েছে "সে ব্যক্তি ঈমানদার নয় যে নিজে পেটভরে খেল আর তার প্রতিবেশী না খেয়ে রাত্রি যাপন করলো।"

ওলীমা সংক্রান্ত হাদিস

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুর রহমান ইবনে আউসের শরীরে বিয়ের হলুদ দেখে বললেন, 'আল্লাহ তোমার বিয়েতে বরকত দিন, ওলীমা কর যদিও একটি বকরি দ্বারা হয়।' (বুখারী ও মুসলিম- আনাস রা.)

২. 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রী যয়নব (রা.) এর বিয়েতে যত বড় ওলীমা করেছেন ততবড় ওলীমা তিনি তাঁর অন্য কোন স্ত্রীর বিয়েতে করেননি- তাতে তিনি একটা ভেড়া দিয়ে ওলীমা করেছেন।' (বুখারী ও মুসলিম- আনাস রা.)

৩. 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যয়নব (রা.) এর বিয়েতে ওলীমা করলেন এবং মানুষকে গোশত রুটি পেট ভরে খাওয়ালেন।' (বুখারী- আনাস রা.)

৪. 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুফিয়া (রা.) এর বিয়েতে ওলীমা করেছেন হায়স দ্বারা।' (বুখারী- আনাস রা.)

৫. 'সুফিয়া (রা.) এর ওলীমায় গোশত রুটি কিছুই ছিল না চামড়ার দস্তর খানের উপর খেজুর, পনির ও ঘি ঢেলে দেয়া হলো।' (বুখারী- আনাস রা.)

www.pathagar.com

৬. 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এক স্ত্রী উম্মে সালামার ওলীমা করেছিলেন মাত্র দুই মুদ যব দ্বারা।' (বুখারী- সুফিয়া রা.)

৭. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের যখন কেউ আমন্ত্রিত হয় কোন খানাতে তখন সে যেন তাতে যোগদান করে।' (বুখারী ও মুসলিম- আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.)

৮. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ কোন খানাতে আমন্ত্রিত হয়, তখন সে যেন তাতে যোগদান করে, অতপর ইচ্ছা হয় খাবে, যার ইচ্ছা হয় না খাবে।' (মুসলিম- যাবির রা.)

৯. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সর্বাপেক্ষা মন্দ খানা হচ্ছে ওলীমার সেই খানা যাতে ধনীদের দাওয়াত করা হয় আর গরিবদের ত্যাগ করা হয়। যে ব্যক্তি দাওয়াত ত্যাগ করেছে সে আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতা করেছে।' (বুখারী ও মুসলিম- আবু হুরাইরা রা.)

১০. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি নিমন্ত্রণ ছাড়া দাওয়াতে গেছে সে চোররূপে গেছে এবং লুণ্ঠনকারীরূপে ফিরেছে।' (আবু দাউদ- ইবনে ওমর রা.)

১১. 'যখন দুই নিমন্ত্রণকারী এক সাথে আসে তখন নিকটতম প্রতিবেশীটিই গ্রহণ করবে। আর যদি একজন পূর্বে আসে তবে তারটি গ্রহণ করবে।' (আহমাদ)

১২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'বিয়েতে প্রথম দিনের খানা আবশ্যক, দ্বিতীয় দিনের খানা সুন্নাত, আর তৃতীয় দিনের খানাই হলো, নাম প্রকাশ। সে কিয়ামতের দিনে নাম প্রকাশক হিসেবে উঠবে।' (তিরমিযি- ইবনে মাসউদ রা.)

১৩. "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাম প্রকাশক দুই প্রতিযোগীর খানা খেতে নিষেধ করেছেন।' (আবু দাউদ- তাবেয়ী- ইকরামা)

১৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'প্রতিযোগীদের দাওয়াত কবুল করা যায় না এবং তাদের খানা খাওয়া যায় না (গর্ব ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দেয়া খানা)'। (আহমাদ- আবু হুরাইরা রা.)

১৫. 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের দাওয়াত কবুল করতে নিষেধ করেছেন।' (বায়হাকী- ইকরামা ইবনে হুসাইন রা.)

১৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ তার

www.pathagar.com

মুসলমান ভাইয়ের কাছে যায়, তখন যেন তার খানা খায় এবং প্রশ্ন না করে, আর তার পানীয় পান করে এবং কোন প্রশ্ন না করে।' (বায়হাকী- আবু হুরাইরা রা.)

সমতা ও ন্যায় বিচার

১. 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সফরে যেতে ইচ্ছা করতেন স্ত্রীদের মধ্যে লটারি করতেন এবং তাতে যার নাম উঠত তাকেই সাথে নিয়ে যেতেন।' (বুখারী ও মুসলিম- আয়েশা রা.)

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখন কোন ব্যক্তি বিবাহিতা নারীর উপর কুমারী নারী বিয়ে করবে, তার কাছে সাত রাত অবস্থান করবে, অতঃপর পালা বণ্টন করবে। আর যখন বিবাহিতা নারী বিয়ে করবে তার কাছে তিনরাত অবস্থান করবে তারপর পালা বণ্টন করবে।' (বুখারী ও মুসলিম- তাবেয়ী আবু কেলাবা আনাস রা.)

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখন কোন ব্যক্তির কাছে দুই স্ত্রী থাকে আর সে তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করে না, কিয়ামতের দিন সে এক অঙ্গহীন হয়ে উঠবে।' (তিরমিযি- আবু হুরাইরা রা.)

বাস্তবতা

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নারীকে পাজরের বাঁকা হাড় থেকে তৈরি করা হয়েছে। সে তোমার জন্য কখনো কিছুতেই সোজা হবে না। যদি তুমি তার দ্বারা কাজ নিতে চাও, এই বাঁকা অবস্থায়ই নিবে। যদি সোজা করতে চাও ভেঙ্গে বসবে। এই ভাঙ্গা হলো তাকে তালাক দেয়া।' (মুসলিম- আবু হুরাইরা রা.)

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কোন মুমিন কোন মুমিনাকে যেন শত্রু না ভাবে। কেননা সে যদি তার এক কাজ পছন্দ না করে, তার অপর কাজকে পছন্দ করবে।" (মুসলিম- আবু হুরাইরা রা.)

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কেউ যেন তার স্ত্রীকে গোলাম বাঁদির ন্যায় না পেটায়, অতঃপর দিন শেষেই তার সাথে শোয়। (বুখারী, মুসলিম- আব্দুল্লাহ যামআ রা.)

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে আর সে তা অস্বীকার করে এবং স্বামী অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত্রি

www.pathagar.com

যাপন করে তখন ফেরেশতাগণ তাকে অভিশাপ দিতে থাকে যতক্ষণ না ভোর হয়।' (বুখারী ও মুসলিম- আবু হুরাইরা রা.)

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে নিজের পরিবারের পক্ষে ভাল সেই ভাল।' (তিরমিযি- আয়েশা রা.)

৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'স্ত্রীলোক যখন নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, রমযান মাসের রোযা রাখবে, লজ্জাস্থানের হেফাযাত করবে স্বামীর অনুগত থাকবে তখন সে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।' (আবু লাইমহিলয়া- আনাস রা.)

স্বামী সেবার মধ্যে স্ত্রীর কল্যাণ

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে কোন নারী তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মরবে সে জান্নাতে যাবে।' (তিরমিযি- উম্মে সালামা রা.)

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যদি আমি কাউকে (আল্লাহ ব্যতীত) কাউকেও সিজদা করার নির্দেশ দিতাম তবে স্ত্রীকে দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার।' (তিরমিযি- আবু হুরাইরা রা.)

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখন কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে নিজের আবশ্যকে ডাকে, তখন সে যেন তার ডাকে সাড়া দেয়- যদিও সে চুলার কাজে থাকে।' (তিরমিযি- তালক ইবনে আলী রা.)

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখনই কোন স্ত্রী তার স্বামীকে কষ্ট দিতে থাকে তখন জান্নাতের হুর বলে, তুমি তাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন, তিনি তোমার কাছে তো পরবাসী, অল্প দিনের মধ্যে তিনি তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন'। (তিরমিযি- মুয়ায ইবনে জাবাল রা.)

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তুমি যখন খাবে তোমার স্ত্রীকে খাওয়াবে, তুমি যা পরবে তাকে তা পরাবে, তার মুখমণ্ডলের উপর আঘাত করবে না, তাকে অশ্লীল গালি দিবে না। ঘর ছাড়া তার কাছ থেকে পৃথক থাকবে না।'" (আহমাদ- তাবেয়ী-হাদিস)

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমার স্ত্রীকে তুমি নসীহত কর- যদি তার মধ্যে ভালাই থাকে তবে সে সহজে তা গ্রহণ করবে কিন্তু তুমি

www.pathagar.com

তোমার বিছানার সঙ্গীকে বাঁদির ন্যায় আচরণ করো না।' (আবু দাউদ- লকীত ইবনে সাবুরা রা.)

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মুমিনদের মধ্যে সে অধিকতর পূর্ণ মুমিন, যে মানুষের পক্ষে উত্তম ব্যবহার করে এবং আপন পরিবারের পক্ষে নরম ও মেহেরবান।' (তিরমিযি- আয়েশা রা.)

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মুমিনদের মধ্যে পূর্ণতর মুমিন সে, যার ব্যবহার ভাল, আর তোমাদের মধ্যে ভাল সে, যে তার স্ত্রীর কাছে ভাল।' (তিরমিযি- আবু হুরাইরা রা.)

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সে আমাদের দলে নয়, যে কোন নারীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে উস্কিয়েছে অথবা কোন দাসীকে তার মনিবের বিরুদ্ধে খেপিয়েছে।' (আবু দাউদ- আবু হুরায়রা রা.)

৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তিন ব্যক্তির নামায কবুল হবে না– (ক) পলাতক ক্রীতদাস, (খ) সেই নারী যার উপর স্বামী নারাজ, (গ) মাতাল।' (নাসাঈ- আবু হুরাইরা রা.)

৭. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'চারটি জিনিস যাকে দেয়া হয়েছে তাকে দুনিয়া আখেরাতের সব কল্যাণ দান করা হয়েছে। (ক) কৃতজ্ঞ অন্তর, (খ) আল্লাহর যিকিরের জবান, (গ) বিপদে ধৈর্যশীল শরীর ও (ঘ) এমন স্ত্রী যে আপন ইজ্জত ও স্বামীর মালের ব্যাপারে কখনো খেয়ানত করে না।' (বায়হাকী- ইবনে আনাস রা.)

www.pathagar.com

উপসংহার

শেষ পর্যায়ে বলতে চাই, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন- 'মানুষের বিয়ে করার সময় চারটি জিনিস দেখে- তার মাল, তার সৌন্দর্য, তার বংশ ও তার দ্বীন কিন্তু তুমি দ্বীনদারী মহিলাকে পছন্দ কর তুমি উভয় জগতে সফলকাম হবে। আর যদি দ্বীনদারীকে বিয়ে না কর তবে তোমার দু'হাত ধ্বংস হোক।'

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا.

If any do deeds of righteousness, be they male or female, and have faith, they will enter paradise and not the least injustice will be done to them. [Quran 4:124]

"যে নেক কাজ করবে সে পুরুষ হোক আর স্ত্রী হোক সে যদি ঈমানদার হয় তবে এ ধরনের লোকই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তার বিন্দু পরিমাণ হকও নষ্ট হবে না।"

পরিশেষে সমাজে প্রচলিত ও অমুসলিম সমাজ থেকে গৃহীত সকল ইসলাম বিরোধী পদ্ধতি পরিত্যাগ করে ইসলাম সম্মত পরিবেশে বিয়ে করা ও বিয়ে অনুষ্ঠানে শরীক হবার জন্য আকুল আহ্বান জানাচ্ছি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সকলকে এই রকম দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলার তাওফিক দিন, যাতে একসাথে জান্নাতে যেতে পারি। আমীন ॥

ওয়াআখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লা-হি রাব্বিল আলামীন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

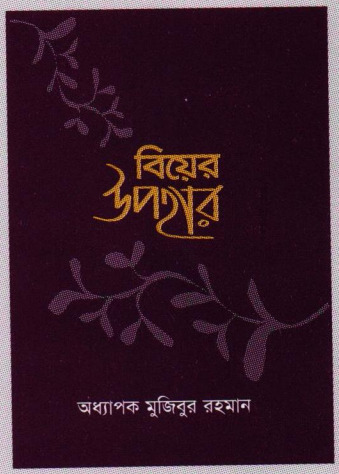

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www: ahsanpublication.com